লেখক নেই, প্রকাশিত হলো তাঁর বই

প্রকাশনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

উপন্যাস প্রকাশের আগেই জীবনপ্রদীপ নিভে গেছে তরুণ লেখক নুমাইর আতিফ চৌধুরীর। প্রিয়জনদের তাগিদে এ বছর হারপার কলিন্স ভারত থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেই বই *বাবু বাংলাদেশ*।

গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সম্মেলনকক্ষে বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বইটি নিয়ে আলোচনা করেন সাংসদ আসাদুজ্জামান নূর, লেখক-অনুবাদক ফখরুল আলম ও রাজিয়া সুলতানা খান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টিউটোরিয়ালের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও নুমাইর আতিফ চৌধুরীর মা লুবনা চৌধুরী।

আসাদুজ্জামান নূর বলেন, 'মানুষ ধারণা করে, ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করে তুলনামূলক সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা। তারা দেশ নিয়ে ভাবে না। নুমাইর আতিফের বইটি দেখে মনে হলো, আমাদের ধারণা ভুল। গভীর ভালোবাসা ও সংবেদনশীলতা ছিল তাঁর দেশের প্রতি।'

ইংরেজি বইটি প্রসঙ্গে নূর বলেন, 'নানা দিকে আমাদের সাফল্য আছে। কিন্তু বিশ্বসাহিত্য বা লেখালেখির জগতে বাংলাদেশের পরিচিতি নেই। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সবে ইংরেজিতে লিখতে শুরু করেছেন। মনিকা আলী, তাহমিনা আনামরা লিখছেন। নুমাইর আতিফ এই দলে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশকে গৌরব এনে দিতে পারত। বইটি বাংলায় অনূদিত হলে অনেকের কাছে পৌঁছাবে। এই বই নিয়ে আমরা অনেক দিন গর্ব করতে পারব।'

ফখরুল আলম বলেন, 'বইটি নিরীক্ষাধর্মী, অন্য রকম। আমাদের ঐতিহ্যের অনেক কিছু ধারণ করতে

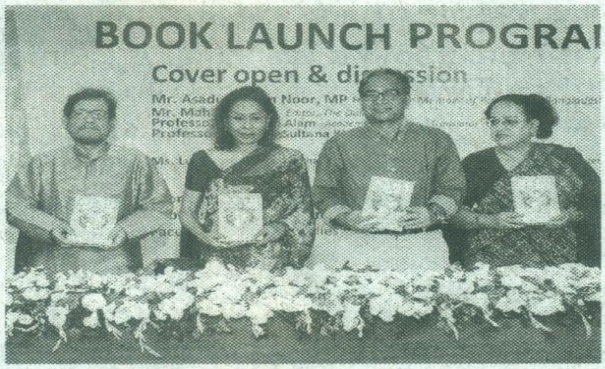

***বাবু বাংলাদেশ* উপন্যাসের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বাম থেকে আসাদুজ্জামান নূর, লুবনা চৌধুরী, ফখরুল আলম ও রাজিয়া সুলতানা খান। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সম্মেলনকক্ষে।** প্রথম আলো

পেরেছে। মজাদার, রোমাঞ্চকর, রসাত্মক নানা বিষয়ে পূর্ণ। ইংরেজি ভাষাভাষীদের কাছে বাংলাদেশকে পৌঁছে দিতে এ উপন্যাস অবদান রাখবে।'

লুবনা চৌধুরী বলেন, 'সন্তান নেই, এটা আমার জন্য বেদনার। তবে বইটি প্রকাশিত হয়েছে, সেটা আনন্দের। সে বইটির ভেতরে পুরো বাংলাদেশকে ধরতে চেয়েছিল। আমিই বারবার তাড়া দিচ্ছিলাম, যেন পাণ্ডুলিপিটা দ্রুত জমা দেয়।'

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, *বাবু বাংলাদেশ* লেখকের ১৫ বছরের সাধনার ফসল। ইংরেজি ভাষায় লেখা বইটি প্রকাশের আগেই গত বছরের সেপ্টেম্বরে জাপানের কিয়োটো নদীতে ডুবে মারা যান আতিফ। তিনি জাপানে *বাবু বাংলাদেশ* বইটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'শক্তি ভাট ফার্স্ট বুক প্রাইজ ২০১৯'-এ মনোনয়ন পেয়েছে।